প্রাক্‌কথন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস হাতে পাই। ছাত্রাবস্থা থেকেই আমি 'আউট অফ সিলেবাস' বিষয়ে পড়াশোনা করতে ভালোবাসতাম। ফলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসটি দ্রুত পড়ে ফেললাম। একটি উপন্যাস পড়ার পর আরও কয়েকটি উপন্যাস গ্রন্থাগার থেকে এনে হোস্টেলে বসে পড়তে থাকলাম। তখন থেকেই একটি ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে জাগ্রত হয়। সেটি হলো, যদি কোনওদিন গবেষণা করার সুযোগ আসে তাহলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমার প্রথম পছন্দ থাকবে।

পরবর্তীকালে গবেষণার জন্য যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করি, তখন আমি আমার পছন্দের কথা ওনাকে জানাই। স্যার বললেন, ওনার বিষয়ে আরও পড়াশোনা করে একটি ত্রিশ-পয়ত্রিশ পাতার লেখা তৈরি করে প্রথমে আমাকে দেখাও। আমি সেটা করতেই ও আমার আগ্রহ দেখে আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হতে রাজি হলেন। পঞ্চাশের দশকের কথাকার হিসাবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমার একজন প্রিয় লেখক। এই লেখকের যত উপন্যাস পড়েছি, তত মুগ্ধ হয়েছি, ভালোবাসা হয়েছে নিবিড়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিষয়ে কাজ করার সুযোগ করে দেবার জন্য মাননীয় অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়কে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। ওনার সুযোগ্য পরামর্শে ও পথপ্রদর্শনে আমি আমার কাজটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি।

পত্রিকা, টেক্সট, রেফারেন্স সংগ্রহের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পেয়েছি সেগুলো হলো— উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং কলিকাতা লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র।

এছাড়াও আমার কলেজের সহকর্মীবৃন্দ (ড. দেবাশীষ মল্লিক, ড. দিব্যতনু দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাতুল ঘোষ) উপযুক্ত তথ্য, পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি দিয়ে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে বিশেষ করে আমার সহকর্মী শ্রীযুক্ত শান্তনু মণ্ডলের নাম উল্লেখ করতে হয়। নানান দুর্লভ পত্র-পত্রিকার সন্ধান দিয়ে যিনি আমার কাজকে সহজ করে তুলেছেন। আর আমার স্ত্রী শ্রীমতী জ্যোতিকণা বর্মণকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার কাছে

নেই। একদিকে একাই সংসার সামলে অন্যদিকে আমার গবেষণায় নানান পরামর্শ দিয়ে আমাকে আজীবন ঋণী করে দিয়েছে। আমার বাবা অমল রায় প্রামাণিক ও আমার মা খঞ্জনা রায় প্রামাণিক সর্বদা আমাকে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়ে গেছেন। তাদেরকে আমি কী বলব, আমার জানা নেই। সবশেষে যে দু'জনের নাম উল্লেখ করতেই হবে, সেই দু'জন হলো আমার বন্ধু অধ্যাপক কুন্তল সিনহা ও টাইপিস্ট ভাই সুজিৎ রায়। এদের দু'জনকেও আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অর্পণ রায় প্রামাণিক

অর্পণ রায় প্রামাণিক